অল্প-স্বল্প গল্প

।। এসেছি দন্ড দু’য়ের তরে। ।।

কাইউম পারভেজ

সোমবার ১৩ জুন ওয়াটল গ্রোভের মোয়াজ্জেম ভাইয়ের (ড. মোয়াজ্জেম হোসেন) পরলোকগত স্ত্রী শবনম ভাবীকে রুকউডে সমাহিত করে সবে তখন বাসায় ফিরেছি। ফেরার আগে পরিচিত এবং স্বজন কয়েক জনের কবর জিয়ারত করেছিলাম। স্বভাবতঃই মনটা খুব খারপ ছিলো। নিজের পড়ার ঘরে বসে জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। কি ভাবছিলাম এখন সব মনে করতে পারছিনা তবে মনটা খুবই খারাপ লাগছিলো। হঠাৎ দেখলাম আমার ড্রাইভওয়েতে একটি গাড়ী এসে থামলো। ভেতর থেকে নামলো আনিসুর রহমান নান্টু। দরজা খুলে কুশল বিনিময়ের পরই নান্টু আমার হাতে তুলে দিলো একটি বই। আর কিছু বলতে হয়নি। বোধ করি নান্টুর গলাটাও ধরে আসছিলো। চোখটা ছলছল। বলতে চাইলেও কিছু বলতে পারেনি। ওর গাড়ীতে ছেলে অভিষেক বিরক্ত করছে এমন অজুহাতেই নান্টু ঝটপট চলে গেলো।

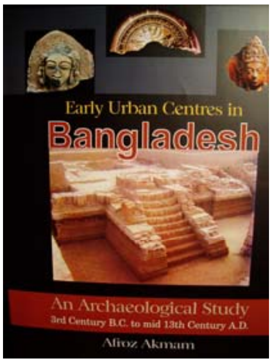

বই সম্পর্কে কিছু বলতে হয়নি একারণেই যে আমরা উভয়েই জানি এটা কিসের বই এবং কার লেখা। নান্টুকে বিদায় দিয়ে ঘরে ঢুকে বইটির চমৎকার প্রচ্ছদে চোখ রাখলাম। বন্ধু মোফা (ড. মোফারেহুস সাত্তার) সপ্তাহ দুয়েক আগে কানাডা থেকে বলছিলো বইখানি সহসাই আপনার কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো। তো এই সেই বই – Early Urban Centres in Bangladesh – An Archaeological Study (3rd Century B.C. to mid 13th Century A.D. এর নিচে লেখিকার নাম

আফরোজ আকমাম। ড. আফরোজ আকমাম - আমাদের রোজ ভাবী। গত ২১ মে শবনম ভাবীর মত একই দুরারোগ্য ক্যান্সারের সাথে লড়তে লড়তে অবশেষে হেরে গেলেন। প্রচ্ছদটার অপর পাতাতেই রোজ ভাবীর সেই পরিচিত মুখ। একজন গবেষকের মুখ। প্রায় তিন দশক ধরে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে গবেষণার কাজই করেছেন। তাঁকে মোফা পত্নী হিসেবে যতটুকু জানি তারচে’ বেশী জানি একজন নিবেদিত প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে। আরো বেশী জানি একজন দায়িত্বশীল গবেষক হিসেবে। কেন দায়িত্বশীল গবেষক বললাম তার ব্যাখ্যাটাও দেয়া প্রয়োজন।

বললাম একারণেই যে তিনি সর্বদাই চাইতেন তাঁর গবেষণার কাজ যেভাবেই হোক যেন যথা সময়ে শেষ করা যায়। তাতে যত বাধাই আসুক থামা যাবে না। না, তিনি থামেননি। জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন তবু গবেষণার ফসল সবার হাতে তুলে দিতে এতই ব্যস্ত হয়ে গেলেন যে অসুস্থ শীররটার দিকে তেমন নজর দিতে পারেননি। আমার সাথে শেষ দেখা ঢাকায় তাঁর বাড়ীতে গত ২০১০ এর জানুয়ারীতে। তখনো ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ চলছে তবু আমাকে আর কবিতাকে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতেই হবে। কোন কথাই তিনি শুনবেন না। নিজে হাতে রান্না করে পুরো টেবিল ভরে ফেলেছেন। যখনই বলতে গেছি ভাবী আপনি কেন এতো কষ্ট করে এতো কিছু ... ভাই আর আমাদের কবে দেখা হয় না হয় ... শরীর তো যা হবার হবে .... শুধু আমার জন্য দোয়া করবেন যেন বইটা শেষ করে যেতে পারি। আমার এতো বছরের গবেষণার ফসল। ১৮ মে অর্থাৎ চলে যাবার তিন দিন আগে হাসপাতালের শয্যায় মোফা যখন তাঁর হাতে বই খানি তুলে দিলো তিনি যেন তখন সম্পূর্ন রোগমুক্ত হয়ে গেলেন। দু চোখে বারিধারা যেন আনন্দের ঝিলিক। আনন্দে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে থাকলেন। বললেন আর আমার কোন চিন্তা নেই। এই বইয়ের সূত্র ধরেই আগামীতে গবেষকরা বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাস আরো খুঁড়ে বের করতে পারবেন। চলে যাবার আগে সেদিন এমনি করেই বলছিলেন মোফাকে। বলছিলেন – তোমার জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। তুমি তো একা হয়ে যাবে গো....।

শবনম ভাবীও ঠিক তেমনি করে বলেছিলেন মোয়াজ্জেম ভাইকে। গত ১২ জুন ছিলো মোয়াজ্জেম ভাইয়ের জন্মদিন। শবনম ভাবী জুনের শুরু থেকেই বলছিলেন – আমার বোধ হয় আর সময় বেশী নেই। শুধু দোয়া কোর তোমার জন্মদিনটা পর্যন্ত যেন থাকতে পারি। তাই-ই থাকলেন। এবং থেকে সেদিনই চলে গেলেন। কবর দেবার পর মোয়জ্জেম ভাই কাঁদতে কাঁদতে যখন কথা গুলো বলছিলেন মনে হচ্ছিলো আমি যেন এক শিশুর হাত ধরে আছি।

কবরস্থান থেকে ফেরার পথে কবিতা বলছিলো – শবনম ভাবী কিছুদিন আগে এসবিএস রেডিওর বাংলা অনুষ্ঠানে বিবি মুখার্জীর কাছে ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। কথাটা শুনে আমি চমকে উঠেছি। আমি কবিতাকে বললাম জানো আমি এই সাক্ষাৎকারটা শুনেছি আর কেঁদেছি। মনে মনে ভদ্রমহিলাকে সাবাস দিয়েছি। বিবি মুখার্জী ভূমিকায় বলে নিয়েছিলেন সাক্ষাৎকারদানকারী ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী একজন বাংলাদেশী মা এবং গৃহিণী যার নামটি সঙ্গতকারণে অনুল্লেখিত থাকছে। আমি সেদিন আসলে অপেক্ষা করছিলাম আমার দেয়া একটি সাক্ষাৎকার শোনার জন্য যেটা প্রচারিত হয়েছিলো শবনম ভাবীর সাক্ষাৎকারের পর। ভাবীর কথা, বাচনভঙ্গী, আত্মবিশ্বাস এবং ক্যান্সার সম্পর্কে তাঁর অগাধ জ্ঞান এবং পড়াশোনা দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেছি। সবচে’ অবাক লেগেছে তাঁর দায়িত্বশীলতা দেখে। তিনি নিজের কথা না ভেবে কেবল বলে যাচ্ছেন এ রোগে আক্রান্ত হলে শারীরিক মানসিক এবং পারিবারিকভাবে কীভাবে একে সামলাতে হয়। শ্রোতাদের বার বার আশ্বস্ত করছেন কেউ আক্রান্ত হলে যেন ভেঙ্গে পড়বেন

না। নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে সবাইকে অভয় দিচ্ছেন। বারবার নিজের উদহারণ টেনে আনছেন। আমি অবাক হয়ে কেবল শুনছি তাঁর মুগ্ধ কথা। একবার ভাবলাম বিবি মুখার্জীর কাছে ভদ্রমহিলার নামটা জেনে তাঁকে একটু কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি কেমন করে পারলেন নিজের কথা না ভেবে অন্যের কথা ভাবতে? তিনি কী আমাদের শিখিয়ে দেবেন কেমন করে এমন দৃঢ় প্রত্যয় তিনি তাঁর মাঝে ধারণ করেছেন? পরে ভাবলাম এটা জিজ্ঞেস করাটা বোধহয় অনুচিত হবে।

উচিত অনুচিত কোন কিছুই আর ধরে রাখতে পারলো না শবনম ভাবী কে । প্রত্নতত্ত্বের কোন তত্ত্বই ধরে রাখতো পারলো না রোজ ভাবীকে।

সম্ভবত ২০০১-এ তখন দেশে গেছি। রোজ ভাবীর জাদুঘরের বাসায় সেই টেবিলভরা খাবার। খাচ্ছি আর গল্প হচ্ছে। বিষয়বস্তু - অবশ্যই প্রত্নতত্ত্ব। হঠাৎ বললেন ভালকথা আপনি না পরশুদিন শান্তিনিকেতন যাচ্ছেন। বললাম হ্যাঁ। তাহলে তো আপনার হাতেই দিতে পারি। কি দেবেন। বললেন আমাদের জাদুঘরের কিছু জরুরী কাগজপত্র যেগুলো অমর্ত্য সেনের কাছে পাঠাতে হবে। আপনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে ওনার বাসায় পৌঁছে দেবেন। পারলে তাঁর হাতে। বললাম জাদুঘরের ডেপুটি ডিরেক্টরের আজ্ঞা আমাকে তো বহন করতেই হবে। আসলে ভাই আপনার হাতে পাঠাতে পারলে এটা নিয়ে আমার আর চিন্তা করতে হবে না।

যাবার দিন সে কী বৃষ্টি। তো সেই বৃষ্টি মাথায় করেই তিনি আমার কাছে জরুরী খামটা পৌঁছে দিলেন। আমি বললাম ভাবী এতো কষ্ট করে বৃষ্টি মাথায় এলেন! পরে ডাকে পাঠিয়ে দিতেন । ডাকে পাঠালে কোথায় কখন হারিয়ে যায় তারচে’ আপনাকে দিলাম আমি নিশ্চিন্ত।

বলছিলাম তাঁর দায়িত্ববোধের কথা। যখন প্রথম তাঁর ক্যান্সার ধরা পড়লো তখন বারডেমে ছিলেন। কানাডিয়ান নাগরিকত্ব তবু জাদুঘর তাঁর ঘর। বারডেমে জাদুঘরের কর্মচারীরা ছুটে এসেছে তাদের প্রিয় আপাকে রক্ত দিতে তিনি তার মধ্যে অধীনস্তদের নির্দেশ দিচ্ছেন কী কী কাজ করতে হবে। ওরাই বিরক্ত হয়ে বলছে আপা সব ঠিক থাকবে আপনি এখন নিজের কথা ভাবেন। জীবনে কখনোই নিজের কথা ভাববার সময় হয়নি তাঁর। মায়ের সংসারে থাকতেও বাবার অবর্তমানে ভাইবোনদের নিয়েই তাঁর ভাবনা। সেদিন নান্টুর স্ত্রী চম্পাও (রোজ ভাবীর ছোট বোন) সে কথা বলতে বলতে অনেক কাঁদলো। বললো হাসপাতালে জীবন যুদ্ধে থেকেও চম্পার জন্য তাঁর চিন্তার কথা। নানান সব উপদেশ আর উৎকণ্ঠা। অভিষেক-এর দিকে খেয়াল রেখো।

দায়িত্ববোধটা তেমনি একই ছিলো শবনম ভাবীর। মেয়েকে পিএইচডি করার উৎসাহটা শুনেছি তাঁর কাছ থেকেই এসেছে বেশী। যাঁরা তাঁর কাছের বন্ধু এবং সহপাঠী এমন

দু’একজনের কাছ থেকে জেনেছি তাঁর জ্ঞান চর্চ্চার কথা। প্রচুর পড়াশোনা করতেন এবং তা বহুমুখী এবং বহু বিষয়ক। রবীন্দ্রনাথ ছিলো তাঁর পড়াশোনার বিশেষ আকর্ষণ। বছর সাত-আট আগে ফাহমিদা আপা (প্রখ্যাত রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী প্রফেসর ফাহমিদা খাতুন) সিডনিতে এসেছিলেন। বোনের মেয়ে শবনম ভাবীর কাছেই বেশীরভাগ সময় ছিলেন। আপা যখন আমার বাসায় ছিলেন তখন বলতেন তাঁর ভাগ্নীর গল্প। তাঁদের আদরের শবনমের গল্প। তখনই বেশী করে জেনেছি শবনম ভাবীর মেধা এবং মননের কথা।

শবনম ভাবী, রোজ ভাবীদের মেধা মনন শৈল্পিক কাজকর্ম সব থেমে গেলো! সব ছিনিয়ে নিয়ে গেলো ক্যান্সার। এতো গবেষণা এতো সব অর্থ ব্যয় তবু পরাভূত করা গেলো না তাকে। জিনম ম্যাপ আবিষ্কৃত হয়েছে জেনে উৎফুল্ল হয়েছি যার সাহায্য নিয়ে ক্যান্সারের মূল কারণটা বের করা সম্ভব হবে বলে সবাই আশা করছেন – বিজ্ঞানী গবেষকরাও আশান্বিত করছেন তবুও ফলপ্রসূ কোন আলো এখনো দেখি না যে! যেদিন সে আলো ফুটবে সেদিন কী আর রোজ ভাবী, শবনম ভাবী ফিরে আসবেন? এসে কী মোফা আর মোয়াজ্জেম ভাইকে বলবেন –

আজ তোমারে দেখতে এলেম অনেকদিনের পরে
ভয় কোর না সুখে থাকো, বেশীক্ষণ থাকবো নাকো
এসেছি দন্ড দু’য়ের তরে।

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা শবনম ভাবী, রোজ ভাবীকে জান্নাতবাসী করুন।